C.S. (M) 2013

A–BRL–M–CFOC

# BENGALI

**( Compulsory )**

| | |
|---|---|
| Time Allowed : Three Hours | Maximum Marks : 300 |

## QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

**Please read each of the following instructions carefully before attempting questions**

All the questions are to be attempted.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answer must be written in BENGALI unless otherwise directed in the question.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

**1.** নিচের বিষয় দুটি অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখুন (প্রত্যেকটি প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা মোটামুটি *300*) ঃ 50×2=100

*(a)* আয়ু বড়ো নয়, কর্ম বড়ো।

*(b)* সমাজ সুরক্ষার জন্য যথাকালে বিচার সম্পন্ন হওয়া উচিত।

**2.** নিচের গদ্যাংশটি সযত্নে পড়ে তার ভিত্তিতে প্রশ্ন ক'টির উত্তর দিন। উত্তর হতে হবে স্পষ্ট, সঠিক ও সংক্ষিপ্ত ঃ 10×6=60

সাংবাদিকদের মধ্যে মতের অমিল হলে তা প্রশাসকদের স্বস্তি দেয়। কোনো সমস্যা বিষয়ে মতামত বহুধাবিভক্ত হলে তার জোর ত বাড়েই না, বরং কমে যায়। সংবাদপত্রের হাত ধরে আমরা সবচেয়ে জোরালো কণ্ঠ বা গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের মনের সঠিক খবর পাই না। সংবাদপত্রের বিশাল ক্ষমতাটা থাকে অলক্ষিত—এ ক্ষমতা কাগজ বেচে যাঁরা অনেক পয়সা করেছেন বা কাগজটাকে জনপ্রিয় করতে যাঁরা বড়ো ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁদের কারোরই মধ্যে নেই।

সংবাদপত্রের মালিকদের জনসাধারণের রুচি ও চাহিদা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে। মানুষের দুর্বলতা কোথায় এবং কীসে সে খুশি হয়, সে ওঁরা ভালোভাবেই জানেন। এক্ষেত্রে সিনেমাশিল্পের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। সিনেমাতেও অধিক সংখ্যক লোকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা। ব্যবসায়িক সাফল্যটাই বড়ো, শিল্পগুণের আদর কম। শিল্পগুণসমৃদ্ধ একটি সিনেমা বা ছবির বোদ্ধা সংখ্যা বড়োই সীমাবদ্ধ। দুই শ্রেণির দর্শকের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। একটি শিল্পসম্মত ছবির বিচার করতে যে সব জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সাধারণ দর্শকের তো তা নেই, আছে স্বল্পসংখ্যক 'নির্বাচিত' মানুষের মধ্যে। স্বল্পসংখ্যক সূক্ষ্ম শিল্পবোধের সঙ্গে শুদ্ধ মনোরঞ্জনে অভ্যস্ত মানুষের একটা বড়ো ব্যবধান রয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের মনের চাহিদা ও বিচারবোধকে উন্নত করতে সংবাদপত্র ও সিনেমা শিল্পকর্তাদের উপযুক্ত শিক্ষামূলক ভূমিকা নিতে হবে। প্রায় একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে দুটি দলকেই। উভয়ক্ষেত্রে একই ধরনের লোভ, তাকে কাটিয়ে ওঠার ব্যবস্থাও প্রায় একই রকমের।

**প্রশ্ন ঃ**

*(a)* লেখক গদ্যাংশটিতে কোন্ দুটি বিষয়ের তুলনা করেছেন?

*(b)* অধিক সংখ্যক সাধারণ মানুষ সংবাদপত্রের কোন্ আকর্ষণে আকর্ষিত?

*(c)* শিল্পসম্মত ছবি কারা, কেন বুঝতে পারেন না?

*(d)* কাদের ভাবনাকে বা প্রতিক্রিয়াকে লেখক মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারছেন না?

*(e)* লেখকের মতে সংবাদপত্রের কী লক্ষ্য থাকবে?

*(f)* কী সব দেখলে সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্ম নেয়?

**3.** নিচের গদ্যাংশটির সংক্ষিপ্তসার এক-তৃতীয়াংশ শব্দের মধ্যে লিখুন। শিরোনাম দেওয়ার প্রয়োজন নেই (নির্দিষ্ট শব্দসীমা লঙ্ঘন করলে নম্বর কাটা যাবে) ঃ 60

সমসাময়িককালে দেশ ('নেশন') ও দেশ-রাষ্ট্রের ('নেশন-স্টেইটস্') ধারণা নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি চলছে। দেশ-রাষ্ট্রকে সহজ সংজ্ঞায় বোঝানো যেতে পারে—এরা হচ্ছে বিশ্ব-রাজনৈতিক সঙ্ঘের মৌলিক একক বা সদস্য। এরা সকলেই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রেরই মতো—এরা ইউনাইটেড নেশনস বা সংযুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য। ইংরেজিতে এদেরকে সাধারণভাবে বলা হয় 'কানট্রি' বা দেশ। ভালো হতো এদের সকলকেই যদি 'স্টেইট' বা রাজ্য আখ্যা দেওয়া যেতো কিন্তু দুঃখের কথা ছোট ছোট রাজ্য বোঝাতে কোনো 'দেশ-রাষ্ট্রে' এই অভিধাটিই ব্যবহৃত হচ্ছে।

দেশ-রাষ্ট্র ও সার্বভৌম রাজ্যকে সমান মান্যতা দিতে ভালো লাগত কিন্তু সার্বভৌমত্ব কথাটা এখনকার বিশ্বে যে স্থিতিস্থাপক নয়। বস্তুত সকল দেশ-রাষ্ট্রই তাদের কিছু কিছু স্বাধীনতা বা ক্ষমতা আন্তর্জাতিক সংস্থার হাতে তুলে দিয়েছে—রাষ্ট্রসঙ্ঘ এর চমৎকার উদাহরণ। রাষ্ট্রসঙ্ঘে সকল সদস্যের ক্ষমতা যেমন সমান নয় তেমনি সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কেরও সমরূপতা নেই। একদিকে যেমন কয়েকটি বড়ো রাষ্ট্রকে অঢেল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কয়েকটি ছোট রাষ্ট্র আবার শক্তিশালী প্রতিবেশী বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের তাঁবে রয়েছে। এদের অর্থাৎ ছোট রাষ্ট্রগুলির অনেকগুলিকে অনেকক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে কাজ করে যাবার ক্ষমতাটুকুই দেওয়া হয়নি।

প্রায় সব দেশ-রাষ্ট্রই নিজেদের 'নেশন' বলে পরিচয় দিতে চায়, তাহলে দেশ আর রাষ্ট্র-দেশ দুইকেই বাহ্য পরিচয়ে না দেখে এক করে দিই না কেন? কিন্তু না, তা হবার নয়। এখানে অন্য ধরনের বিমূর্তন সমস্যা রয়েছে। দেশ-রাষ্ট্র হলো আইনানুসারে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত, 'নেশন' হচ্ছে জনগোষ্ঠী বা জাতিগোষ্ঠী। রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা প্রায় সকলেই একমত হবেন যে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের শরিক অধিকাংশ জনগোষ্ঠীই, যথা জর্জিয়া, লিথুয়ানিয়া, ইউক্রেন ইত্যাদি স্বাধীন হবার আগে তো 'নেশন'ই ছিল। সেইসব সঙ্ঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী যাঁরা রাষ্ট্রবিশেষের আঞ্চলিক রূপ, যথা স্কটল্যাণ্ড—তাঁরা অনেকেই চাইছেন তাঁদের 'নেশন'-এর মর্যাদা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

আধুনিক দেশ-রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা মূলত বহু প্রাচীন; হাজার হাজার বছর আগে ধরা যাক—চীনদেশ, ভারত, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে ছিল। এইসব দেশে এক-একটি ভূখণ্ডে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাতেই শাসনের হালটা থাকত। আগের শাসনব্যবস্থার ধীরে ধীরে নানা পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু এখনও কোনো কোনো স্থানে পুরনো ঐতিহ্যের স্পষ্ট রেখাপাত লক্ষ করা যায়। অস্ট্রো-হাংগেরিয়ান, রুশীয় ও অত্তমন প্রভৃতির রাজবংশধারা ১৯১৭–১৮ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাঁরা জাতীয় পরিচিতি সম্পর্কে ছিলেন রক্ষণশীল। পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৯১ পর্যন্ত সোভিয়েত সাম্রাজ্যের নানা ঐতিহ্য মেনে নিয়ে কতোগুলি 'নেশন' বা জাতিগোষ্ঠীকে বেঁধে রেখেছিল। নেশন ও নেশন-স্টেইট সহজে এসে মিলতে পারছে না এমন দৃষ্টান্ত এখনও অনেক আছে। বহু দেশ-রাষ্ট্রই তাদের রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থাকে 'নেশন' বলে বর্ণনা করে। আবার অনেক রাষ্ট্র এমন জনগোষ্ঠীকে ধারণ করে আছে যাঁরা রাষ্ট্রের জাতীয় নীতি সর্বাংশে গ্রহণ করতে চান না। গ্রেট ব্রিটেনে স্কট ও ওয়েলসের অনেক মানুষই কিন্তু তাঁদেরকে ব্রিটিশ নেশনের অন্তর্গত বলে মানতে চান না—অনেকেই নিজেদের স্কটিশ বা ওয়েলস্ বলেই অভিহিত করতে চান। কেউ কেউ নিজেদের পরিচয় দিতে চান 'স্কটিশ-ব্রিটিশ' বা 'ওয়েলস্-ব্রিটিশ' বলে। আরব দেশে অনেকেই নিজেকে আরবী বলেই পরিচয় দিতে চান—ইরাক থেকে মরক্কো, এর থেকে দক্ষিণ ইয়েমেন পর্যন্ত যে বৃহত্তর আরব নেশন রয়েছে, তার অস্তিত্ব সত্ত্বেও।

অনেকের কাছে জাতিগত আদিতম পরিচয়টাই (অ-জাতীয়তা) মুখ্য, ফলে জাতীয় পরিচিতিটা আঘাত পায়। আফ্রিকা ও পুরনো আমেরিকানদের মধ্যে এমন ধারণাসম্পন্ন গোষ্ঠী দুর্বল নয়।

যদিও দেশ-রাষ্ট্র ও 'নেশন' এক নয়, তবু তাদের সম্বন্ধটুকু উপেক্ষণীয় নয়। এ্যান্টনী স্মিথ জাতীয়তাকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন। (১) যাঁরা আদি জাতি-সম্বন্ধীয় ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে বহির্বিশ্বে নতুন পরিচয় তৈরি করেছেন, জাতির বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন—এখন সংখ্যায়ও বহুল তাঁরা; (২) অন্য দল, যাঁরা কালে কালে বহু জনগোষ্ঠীর থেকে জাত এক সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিরূপে এক বিশাল জনগোষ্ঠীতে পরিগণিত হয়েছেন। প্রথমে হয়তো ছিল বিবিধ ভাবনা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা এক মহামিলনে পর্যবসিত হয়েছে।

**(৫১৪ শব্দ)**

**4.** নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করুন ঃ 20

Raman completed school when he was just eleven years old and spent two years studying in his father's college. When he was only thirteen years old, he went to Madras (which is now Chennai), to join the B.A. course at Presidency College. Besides being young for his class, Raman was also quite unimpressive in appearance and recalls, "...in the first English class that I attended, Professor E. H. Elliot addressing me, asked if I really belonged to the junior B.A. class, and I had to answer him in the affirmative." He, however, stunned all the sceptics when he stood first in the B.A. examinations.

Seeing what a brilliant student he was, his teachers asked him to prepare for the Indian Civil Services (ICS) examination. It was a very prestigious examination and very rarely did non-Britishers get through it. Yet Raman had impressed his teachers

so much that they urged him to take it up at such an early age. In spite of their student's brilliance the plan was not to work. Raman had to undergo a medical examination before he could qualify to take the ICS test and the Civil Surgeon of Madras declared him medically unfit to travel to England! This was the only examination that Raman failed, and he would later remark in his characteristic style about the man who disqualified him, "I shall ever be grateful to this man", but at that time, he simply put the attempt behind him and went on to study Physics.

**5.** নিচের গদ্যাংশটির ইংরেজি অনুবাদ করুন ঃ 20

টাকার সংজ্ঞাটা এমন হতে পারে—সহজেই যে বস্তুর হাত বদলের মধ্য দিয়ে কোনো একটা জিনিস কিনে নিতে পারি, তাকেই টাকা বা 'মানি' বলা যায়। এই ব্যবস্থা পূর্বতন বার্টার বা জিনিসপত্রের বিনিময় ব্যবস্থার জায়গা নিয়েছে। দূর করেছে অনেকগুলো অসুবিধা—যথা, বিনিময়ের জন্য উপস্থিত দুটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর যথাযোগ্য মান নির্ধারণ সমস্যা বা একে অন্যের অর্থাৎ বিনিময়কারীদের দ্বিধা ইত্যাদি। আদান-প্রদানের সুবিধে করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থা কাজকর্মের বিশেষতা ও শ্রমবিভাজনকে প্রোৎসাহিত করেছে। বৃহৎ শিল্পোদ্যোগেও এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

টাকা যে কোনো বস্তু থেকে তৈরি হতে পারে, যে কোনো রূপ পেতে পারে। দেখতে হবে এ যেমন সহজপ্রাপ্য হবে, তেমনি হবে বহুজনগৃহীত। সমস্তই হবে আইন ও রীতি মোতাবেক। পূর্বকালে পশু, কড়ি, ধানচাল ইত্যাদি ছিল বিনিময় প্রথার মাধ্যম কিন্তু এ যুগের সভ্যসমাজে খুব সহজেই ধাতু ও কাগজের মূল্যমান চালু হয়েছে। মুদ্রা বা কাগজের নোটে লেনদেনের উপযোগী সমস্ত গুণাবলী বর্তমান, যথা—সহজ বহনযোগ্যতা, স্থায়িত্ব, সমরূপতা ও গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি। যেসব ধাতু মুদ্রা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো হলো—সোনা, রূপা, তামা আর নিকেল। নোটের ক্ষেত্রে নানা পদ্ধতি বর্তমান।

বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াও টাকার মানেরও মাপক অর্থাৎ যা দিয়ে কোনো জিনিসের ব্যবহারিক মান বিচার করা যায়। ঋণদান ও ঋণগ্রহণে টাকার যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি আছে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও। নির্ধারিত বা 'স্ট্যাণ্ডার্ড' অর্থ ও প্রতীক অর্থের মধ্যেও স্পষ্ট ব্যবধান বর্তমান। প্রথমটি তৌল হয় তার শরীরের গুণের মাপে—অর্থাৎ কতো মূল্য আছে সে মুদ্রার ধাতুর কিন্তু প্রতীক অর্থ, যেমন কাগজের টাকার ক্ষেত্রে বোঝা যাবে আইন বা রীতি অনুসারে, তার দৈহিক মূল্য যাই হোক।

**6.** *(a)* বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন ঃ $2\times5=10$

পশ্চাৎ ; ক্ষুদ্র ; ম্লান ; অস্ত ; কৃপণ।

*(b)* প্রত্যেক শব্দের একটি করে প্রতিশব্দ লিখুন ঃ $2\times5=10$

সূর্য ; নদী ; আকাশ ; আগুন ; পবন।

*(c)* বিশিষ্টার্থক শব্দগুলিকে উপযুক্ত বাক্যে প্রয়োগ করুন ঃ $2\times5=10$

*(i)* অকাল কুষ্মাণ্ড

*(ii)* অমাবস্যার চাঁদ

*(iii)* গোবরে পদ্মফুল

*(iv)* আকাশকুসুম

*(v)* জামাই আদর

*(d)* অশুদ্ধ বানান শুদ্ধ করুন, কোনো বানান শুদ্ধ থাকলে তা আবার লিখুন ঃ $2\times5=10$

দন্দ ; পুণ্য ; মধুসুদন ; ভূল ; শ্রীমতি।

★★★